মুসলমানকে যা জানতেই হবে

রচয়িতা
ড. আবদুল্লাহ আল-মুসলিহ
ড. সালাহ আস্‌সাবী

ভাষান্তর
আবদুল মান্নান তালিব
রুহুল আমীন রোকন

সম্পাদনা
সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন আবদুল্লাহ জাফরী

প্রকাশনায়
কাশফুল প্রকাশনী

মুসলমানকে
যা জানতেই হবে

প্রকাশক	মোঃ আমজাদ হোসেন
প্রকাশনায়	**কাশফুল প্রকাশনী** ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৭৩১-০১০৭৪০, ০১৯১৮৮-০০৮৪৯ ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com /kashfulprokasoni
অনলাইন পরিবেশনায়	www.kashfulpro.com www.wafilife.com www.rokomari.com
গ্রন্থস্বত্ব	প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ	মে ২০১৮
সপ্তম প্রকাশ	ডিসেম্বর ২০২১
প্রচ্ছদ ডিজাইন মুদ্রণ ও বাঁধাই	**মিডিয়া প্লাস** ২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড়, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com
মূল্য	**৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) $ 12 USD**

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করে নিলাম।[২]

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক বিষয়গুলোর বাইরে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শাখাগত বিষয়সমূহে ফেকাহ ও শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের মাঝে অনেক মতানৈক্য রয়েছে যা কিনা ইসলামের সুমহান জীবন ব্যবস্থার প্রশস্ততা ও গতিশীলতার পরিচায়ক। সে কারণে মাযহাবী দৃষ্টিকোণ থেকে মহান লেখকদ্বয়ের সাথে কারো কারোর ইখতেলাফ বা মতভেদ হতে পারে, এ নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে; কোরআন সুন্নাহ্‌র তথা সহীহ দলীলের অনুসরণ করতে হবে, কোন ইমাম বা ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণ নয়। ইমাম আজম আবু হানীফা (র) এর মহান উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ۔

'আমার মতের মোকাবিলায় কোন সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে সেটিই আমার মাযহাব।' তিনি আরো বলেছেন ঃ আমার কোন মতামতের উপর আমল করা কারো জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ না তিনি জেনে নেন যে, আমার মতের উৎস কি?

অনুরূপভাবে ইমাম মালেক রহ. বলেন ঃ

كُلُّ اِنْسَانٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ اِلَّا صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ۔

'প্রতিটি মানুষের কথা গ্রহণও করা যায় প্রত্যাক্ষানও করা যায়, তবে এই কবরবাসীর তথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা ভিন্ন, তিনি কোন বিষয়ে বলেছেন প্রমাণিত হলে তা বিনা বাক্য ব্যয়ে শিরধার্য্য।'

আমাদের বিশ্বাস ইসলাম সম্পর্কে যারা সন্দেহের আবর্তে নিক্ষিপ্ত, এ বই তাদের ভ্রমের ঘোর কাটিয়ে দিতে ও সন্দেহের অপনোদন করতে

২. সূরা আল-মায়িদা ৩

সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। উলামায়ে কেরাম বিশেষ করে যারা দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজে রত. তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, বিজ্ঞান চর্চার এ যুগে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি একটি অনন্য কার্যকর হাতিয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এবং অন্যান্য বিভাগসমূহের 'ইন্টার ডিসিপ্লিনারী কোর্স' হিসেবেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সিলেবাসের জন্য একটি অনন্য গ্রন্থ। এ অসাধারণ কিতাবটির ভাষান্তর ও সম্পাদনা করতে সক্ষম হওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি স্বনামধন্য আলেমে দ্বীন ও সুসাহিত্যিক মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব ও আমার স্নেহের ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুহুল আমীন রোকনের প্রতি। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং পূর্ণ আন্তরিকতার ফলেই এত বড় একটি গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনা অল্প সময়ে সম্ভব হয়েছে। এছাড়া প্রকাশক জনাব আমজাদ হোসেন খান সংক্ষিপ্ত সময়ে বইটি সর্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে মুদ্রণে যে পরিশ্রম করেছেন তার জন্য আমরা থাকলাম শুকর গুজার।

ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ এবং ইসলামের বিধানের আনুগত্য করার ব্যাপারে যদি আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা কিছুটা সহায়তা লাভ করেন, তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সবধরনের সাবধানতা গ্রহণ সত্ত্বেও বইটিতে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে আসলে, আমাদের অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সেটা সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি রইল। সম্মানিত গ্রন্থকারদ্বয় এবং আমাদের এই প্রচেষ্টার সাথে জড়িত সকলের পরিশ্রম আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে হাসানাহ দান করুন। আমীন।

অধ্যক্ষ সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন আবদুল্লাহ জাফরী

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর গুণগান করি। তাঁর কাছে সাহায্য চাই। জীবনে চলার পথ নির্দেশনাও চাই তাঁর কাছে। সমস্ত ভুল ত্রুটির জন্য তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। আমাদের নফসের প্ররোচনা এবং অসৎ কর্ম থেকে আশ্রয় চাই তাঁর কাছে। আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান সে-ই সঠিক পথ পায়। আর তিনি যাদেরকে ভুল পথে চালান তারা পাবে না কোনো অভিভাবক ও পথ প্রদর্শক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল।

হে আল্লাহ! তুমি জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। দৃশ্য ও অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। তোমার বান্দাদের যাবতীয় বিরোধ তুমি নিরসন করো! বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সঠিক পথ নির্দেশনা দাও। তুমি যাকে চাও তাকে সোজা-সরল পথ দেখাও।

আজ একথা কারোর অজানা নেই যে, পাশ্চাত্য চিন্তা দর্শন মুসলমানদের মন মস্তিষ্কে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। এর ফলে তাদের চিন্তা, বিশ্বাস ও মননে নানান বিভ্রাট ও বিকৃতি দেখা দিয়েছে। তাদের মধ্যে আজ এমন লোকের সন্ধান পাওয়া যাবে, যারা ইসলাম ও কমিউনিজম, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখে না এবং এই জাতীয়তাবাদী চেতনার মতো জাহেলী গোষ্ঠীপ্রীতির ভিত্তিতে বন্ধুত্ব স্থাপন ও সম্পর্কচ্ছেদেও দ্বিধান্বিত নয়। এই সংগে তারা ইসলামের বিশ্বজনীন আবেদনকে অর্থহীন ও গোঁড়ামি মনে করে।

যেমন আমরা পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলমানদের একটি অংশকে দেখি তারা সে দেশীয় সমাজের যাবতীয় অশ্লীল ও অসৎ কাজে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করছে। এসব তারা প্রকাশ্যে করে যাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে কোনো লজ্জাও অনুভব করছে না । বরং এগুলোর ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করতে গেলে তারা উল্টো ক্রোধ প্রকাশ করে। এমন কি অবস্থা এমন চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, সাম্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে একদল মুসলিম মেয়ে অমুসলিম পুরুষদের সাথে বিবাহ

বন্ধনে আবদ্ধ হতে শুরু করেছে। ফলে তারা মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরোপুরি পাপ পংকিলতায় ডুবে যাচ্ছে।

মোটকথা, আদর্শিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের ফলে যেসব ঘটনাবলী আমাদের সামনে আসছে, তা ইসলামী বিশ্বাস ও বিধানের মর্মমূলেই আঘাত হানছে। এর ফলে নিত্যদিন তা ইসলামী বিধানের সাথে জীবন ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নবতর কৌশলে শরীয়তের কর্তৃত্ব খর্ব করে চলেছে। এ অবস্থায় দ্বীনের যেসব অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়ে একজন মুসলমানের অজ্ঞ থাকার কোনো অবকাশ নেই এবং যেসব বিষয় তাকে পথভ্রষ্টদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়, সেগুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আকিদা বিশ্বাস ও হালাল হারামের মতো বড় বড় বিষয়গুলো যেগুলোর ওপর শরীয়তের পুরো কাঠামোটিই নির্মিত হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি জানা এবং সেগুলোর ওপর অবিচল থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত অপরিহার্য। কারণ দুনিয়ার জীবনে ইসলামকে সঠিকভাবে মেনে চলা এবং আখেরাতে তার নাজাত লাভের নিশ্চয়তা এরই ওপর নির্ভর করছে। মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে যে বিভ্রান্ত চিন্তার প্রসার ঘটেছে, তার সংস্কার সাধনও এর মাধ্যমে সহজ হবে। তাছাড়া পাশ্চাত্যবাদিতার ধ্বজাধারীরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে অধুনা ইসলামের মূলে আঘাত হানার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এটি হবে তার একটি চূড়ান্ত জবাব।

ইবনে আবদুল বার মুসলমানদের সামষ্টিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে যা কিছু জানা দরকার এবং যে বিষয় তাদের কারোর অজানা থাকা উচিত নয়, সে সম্পর্কে বলেছেন, মুসলমানদের যেসব ফরয বিষয় জানা একান্ত অপরিহার্য সেগুলোর মধ্য থেকে ব্যক্তি মুসলিমকে একান্তভাবে যা জানতেই হবে তা হচ্ছে যেমন-আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁর কোনো সাদৃশ্য ও দৃষ্টান্ত নেই, তিনি কারোর পিতা নন, কেউ তাঁর পুত্রও নয়, কেউ তাঁর সমকক্ষও নয়, সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি, তাঁর দিকেই সবকিছু ফিরে যাবে, তিনিই জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা এবং তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই-এ বিষয়গুলোর সাক্ষ্য দান করতে হবে কণ্ঠে উচ্চারণ করে এবং মনে মনে এগুলোকে স্বীকার করে নিতে হবে। এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত স্বীকৃত বিষয়গুলো হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর নাম ও গুণাবলী থেকে কখনো আলাদা হন না, তিনি সবকিছুর শুরু, তাঁর কোনো শেষ নেই মানে

তিনি অনাদি, তিনি সব কিছুর শেষ তার কোন শেষ নেই, মানে তিনি অনন্ত। তার কোনো আদি ও অন্ত নেই এবং তিনি আরশে আজিমের উপরে সমাসীন। একইসঙ্গে এ বিষয়েরও সাক্ষ্য দান করতে হবে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল এবং তাঁর নবীগণের শেষ নবী। আরো সাক্ষ্য দান করতে হবে যে, মৃত্যুর পরে কর্মফল দানের জন্য পুনরুত্থান হবে। সৌভাগ্যবানরা তাদের ঈমান ও আনুগত্যের ফলে চিরন্তন জান্নাতের অধিবাসী হবে এবং দুর্ভাগ্যরা তাদের কুফরীর পরিণামস্বরূপ জাহান্নামবাসী হবে। আর এই সঙ্গে এ বিষয়েরও সাক্ষ্য দান করতে হবে যে, কুরআন আল্লাহর বাণী এবং এতে যা লেখা আছে সবই আল্লাহর কাছ থেকে আগত সত্য। এর প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং এর বিধানসমূহ মেনে চলা অপরিহার্য। তাকে জানতে হবে, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয। তাহারাত তথা পাক-পরিচ্ছন্নতা ও নামাযের সমস্ত নিয়ম কানুন তাকে জানতে হবে। কারণ এগুলো ছাড়া নামায পূর্ণ হবে না। রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয। রোযা নষ্ট হওয়ার কারণ এবং রোযাকে পূর্ণতা দান করার জন্য তার সমস্ত বিধান তাকে জানতে হবে। সে যদি সম্পদশালী হয়, তাহলে তাকে জানতে হবে, কোন্ কোন্ সম্পদে তাকে যাকাত দিতে হবে, কখন দিতে হবে এবং তার পরিমাণ কত। আর তার যদি হজ্জ সম্পাদন করার মতো সম্পদ থাকে, তাহলে তাকে জানতে হবে যে, সারা জীবনে অন্তত একবার হজ্জ করা তার জন্য ফরয।

এছাড়াও যেসব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা তার জন্য অপরিহার্য এবং যেগুলো না জানার কোনো অজুহাত গ্রহণীয় হবে না, সেগুলো হচ্ছে, যিনা করা, সূদ, মদ, শূকরের গোশ্ত, মৃত প্রাণী এবং সমস্ত অপবিত্র বস্তু খাওয়া হারাম। ঘুষ আদান প্রদান করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা হারাম। সকল প্রকার জুলুম হারাম। মাতৃকুল ও ভগ্নিকুল সহ আর যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করা হয়েছে তাদেরকে বিয়ে করা, বৈধ কারণ ছাড়া কোন মুসলমানকে হত্যা করা এবং যে সব বিষয়ে কুরআন বিধান পেশ করেছে এবং যে সব বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্য পোষণ করেছে সে সব বিষয়ে অন্য বিধান প্রণয়ন করা হারাম।'

শরীয়ত সম্মত এ বিষয়গুলোকে দুটি পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে,

প্রথম পর্যায়, এ পর্যায়ে একজন ব্যক্তি মুসলিমকে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও শরীয়ত সম্পর্কিত যে সব জ্ঞান লাভ করতে হবে, যে সব বিষয় সম্পর্কে তার কোনোক্রমেই অজ্ঞ থাকা চলবে না।

দ্বিতীয় পর্যায়, এ পর্যায়ে দলগত ও পেশাগতভাবে জনগোষ্ঠিকে সেসব জ্ঞান লাভ করতে হবে। যেমন ব্যবসায়ী, চিকিৎসক ও এই ধরনের আরো বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের এবং সৈনিক, সীমান্তরক্ষী, ইসলাম প্রচারক ও এই ধরনের আরো বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের ইসলামের মর্মবাণী, তার তাৎপর্য এবং ইসলামী আইন ও তার নিজস্ব পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করা একান্ত অপরিহার্য।

আমরা মনে করি রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা যাবতীয় প্রচার মাধ্যমে এ বিষয়গুলো সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। এ কিতাবে আমরা বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সহীহ ও হাসান হাদীসের সাহায্য গ্রহণ করেছি। অবশ্য ফিকহী আলোচনার ক্ষেত্রে একদল আলেম দুর্বল হাদীসের সাহায্য নেয়ার অবকাশও রেখেছেন। কিন্তু বিপুল পরিমাণ সহী হাদীস থাকার কারণে আমরা সে দিকে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি।

আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের কাম্য। তিনিই একমাত্র সঠিক পথ প্রদর্শক।

শুরুর কথা

প্রত্যেক মুসলমান বিশ্বাস করে সে উম্মতে মুসলিমার একটি অংশ। আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে দ্বীন তথা জীবন বিধান এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী ও রসূল হিসেবে মেনে নেয়ার ভিত্তিতে এই উম্মতের জাতিসত্ত্বা গড়ে উঠেছে। ইসলামী জীবন বিধানের বিরোধী সকল বিধান থেকে তারা সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। চৌদ্দ'শ বছর ধরে ইতিহাসের বিস্তৃত অঙ্গনে এই উম্মত তার মূল বিস্তার করে চলেছে। এ কাজের সূচনা করেছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই। পরবর্তীকালে তাঁরই পদাংক অনুসরণ করেন যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ।

মুসলমান দুনিয়ার পূর্বে পশ্চিমে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, মুসলিম দেশসমূহের কোথাও সে উদ্ধাস্তু অথবা মজলুমের জীবন-যাপন করুক, অথবা সে হোক মুসলিম দেশের অধিবাসী কিংবা প্রবাসী, যে কোনো জাতীয়তাই সে অবলম্বন করুক না কেন, অথবা সে হোক কোনো বিশেষ দল বা সংস্থার লোক, সকল অবস্থায়ই সে নিজেকে সেই সৌভাগ্যবান উম্মতের অংশ বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, যে উম্মত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল, তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছিল এবং তিনি যে বিধান এনেছিলেন তা মেনে নিয়েছিল। এই উম্মত মানব জাতির ওপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন। আল্লাহ তাঁর কিতাবে এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। তারা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি রাখবে অবিচল বিশ্বাস।

এই উম্মত দোষ ত্রুটি মুক্ত ওহীর সাহায্যে নিজেদের বিষয়াবলীর বিচার ফয়সালা করে। এর অগ্রে-পশ্চাতে বাতিলের অনুপ্রবেশের কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ নিজেই যুগ-যুগান্তর ধরে এর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ۔

'দিন-রাতের শেষ সীমা পর্যন্ত এ দ্বীনের বিস্তৃতি ঘটবে। শেষ পর্যন্ত কোনো পশমের ঘর, মাটির ঘর ও পাথরের ঘরও বাকি থাকবে না। সর্বত্রই এই দ্বীন পৌঁছে যাবে। মর্যাদাবানদের ঘরে মর্যাদার সাথে এবং মর্যাদাহীনদের ঘরে মর্যাদাহীনতার সাথে। এমন মর্যাদা সহকারে যে মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন আল্লাহ ইসলাম ও মুসলমানদেরকে এবং এমন হীনতার সাথে যে হীনতায় জর্জরিত করবেন কুফর ও কাফের সমাজকে।'[৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا

'আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীটাকে আমার দু'চোখের সামনে এনে দেখিয়েছেন। আমি তার পূর্ব-পশ্চিমের সব কিছুই দেখেছি। আমাকে যে পরিমাণ দেখানো হয়েছে আমার উম্মত শীঘ্রই সেখানে পৌঁছে যাবে।'[৫]

আধুনিককালে মুসলমানদের শত্রুরা বা তাদের মধ্যকার কিছু ইসলামদ্রোহী সমগ্র ইসলামী বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করার যেসব প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তার ফলে সাম্রাজ্যবাদের পথ সুগম হওয়া এবং মুসলমানরা তাদের নির্মম শিকারে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কিছুই লাভ হয়নি; বরং এর ফলে তাদের জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে। কাজেই কোনো ন্যায়বাদী সচেতন মুসলমানের পক্ষে জাহেলী জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদ করা তো দূরের কথা, পাশ্চাত্য ভাবধারা ও চিন্তাদর্শনই গ্রহণ করা কোনোক্রমে উচিত হবে না।

---

৪. মুসনাদে আহমদ ও হাকিম

৫. সহীহ মুসলিম, বাবু হালাকা হাযিহিল উম্মাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২১৫, হাদীস নং ৩৪৪৯

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
ঈমানের মৌলিক উপাদান

ঈমানের মৌলিক উপাদান # ২১
আল্লাহর প্রতি ঈমান # ২৩
নির্ভেজাল তাওহীদ সকল আসমানী রিসালাতের মূল ভিত্তি # ২৩
ইবাদতের শুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য ঈমানের শর্ত # ৩১
তাওহীদ ও রবুবিয়্যাৎ # ৩৫
আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ # ৩৬
প্রাকৃতিক প্রমাণ # ৩৬
সৃষ্টিগত প্রমাণ # ৩৯
সমগ্র উম্মতের ইজমা # ৪০
বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ # ৪১
প্রথম ভিত্তি ঃ প্রত্যেক কর্মের একজন কর্তা # ৪১
দ্বিতীয় ভিত্তি ঃ কাজ কর্তার ক্ষমতা ও গুণাবলির দর্পণ # ৪২
তৃতীয় ভিত্তি ঃ অক্ষম ব্যক্তির কর্তা না হওয়া # ৪৪
আল্লাহর একক সত্তা # ৪৭
উপাসনা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদ # ৪৭
আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে তাওহীদ # ৫৫
ইসলামী জীবন বিধানের একক উৎস # ৫৬
সুন্নাহর প্রমাণিকতা # ৫৯
সর্বোত্তম আদর্শ # ৬৪
ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় একক উৎসের প্রয়োজনীয়তা # ৬৭
কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধানাবলীর ব্যাপারে পূর্ববর্তী ইসলামী মনীষীবৃন্দের গবেষণার প্রামাণিকতা # ৭১
বন্ধুত্ব স্থাপন ও সম্পর্কচ্ছেদ (মিত্রতা ও বৈরিতা) # ৭২
আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাওহীদ # ৭৮
সাদৃশ্য ও উপমা ছাড়াই নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করা এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়া আল্লাহ্‌র পবিত্রতা প্রমাণ করা # ৭৮
আল্লাহর নাম ও গুণাবলী হতে চয়ন করে সৃষ্টি জগতের কোন কিছুর নামকরণ করা হলে তা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর সাথে সৃষ্টির সমকক্ষতা প্রমাণ করে না # ৮০

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মানুষের বাড়াবাড়ি # ৮২
শির্কের শ্রেণী বিভাগ # ৮৫
ফেরেশতার প্রতি ঈমান # ৮৯
ফেরেশতাকূলের সম্পর্কে বর্ণিত গুণাগুণ ও শ্রেণীবিভাগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন # ৯০
ফেরেশতাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ এবং তাদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে # ৯৪
কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান # ৯৬
কুরআন পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবকে রহিত করেছে # ৯৯
কিতাবের উপর ঈমানের দাবী # ১০৩
রসূলগণের প্রতি ঈমান # ১০৭
রসূলগণের প্রতি ঈমানের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বিবরণ # ১০৭
রসূলের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য # ১১১
রসুলগণের প্রতি ঈমানের দাবী # ১১৬
শেষ দিবসের প্রতি ঈমান # ১২০
কিয়ামতের জ্ঞান অদৃশ্য বিষয়ের চাবিস্বরূপ # ১২০
কিয়ামতের লক্ষণ # ১২২
দাজ্জালের আবির্ভাব # ১২৬
মারয়াম তনয় ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অবতরণ # ১৩০
কিয়ামতের আগে কিছু বড় বড় লক্ষণ # ১৩৩
কবরের পরীক্ষা # ১৩৫
কিয়ামত দিবস # ১৩৯
এক. পুনরুত্থান # ১৩৯
দুই. হাশর # ১৪৩
তিন. হিসাব-নিকাশ # ১৪৫
আমলনামা ও সাক্ষীর উপস্থিতি এবং মানুষের কার্যকলাপের হিসাব বই # ১৪৭
আল মীযান # ১৫০
সিরাত # ১৫১
আল কাওছার # ১৫৩
শাফায়াত # ১৫৫
শাফায়াতের শ্রেণীবিভাগ # ১৫৬
জান্নাত ও জাহান্নাম # ১৬০
তাকদীরের প্রতি ঈমান # ১৬৬